সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

৩১ আশ্বিন ১৪২৫ | কলকাতা বৃহস্পতিবার | ১৮ অক্টোবর ২০১৮

রাজনীতিতে

কংগ্রেসে যোগ দিলেন ক্রিকেটার মহম্মদ শামির স্ত্রী হাসিন জাহান

৫

বাজিমাত

মিরান্দার গোলেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে হারাল ব্রাজিল

৭

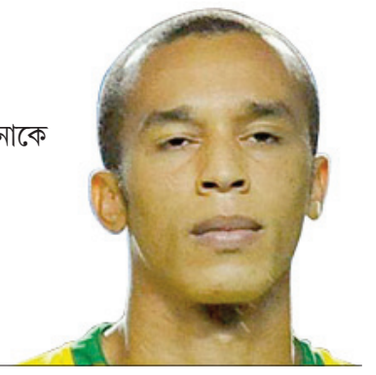

পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ২৪°/৩৩° সর্বাধিক

৮ পাতা

এক ঝলকে

তিতলির জের

■ ভুবনেশ্বর: পুজোর মুখে ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়া সাইক্লোন তিতলির আঘাতে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২,২০০ কোটি টাকা। বুধবার ক্ষয়ক্ষতির এই পরিসংখ্যান পেশ করল ওড়িশা সরকার। মুখ্যসচিব আদিত্যপ্রসাদ পাধি জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিপর্যয়ে ক্ষতি হয়েছে ১৩৩ কোটি টাকা। রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে যাওয়ায় ক্ষতি ৫০০ কোটি টাকার।

বাড়ল সুদ

■ নয়াদিল্লি: সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) ও সংশ্লিষ্ট আমানত প্রকল্পগুলিতে সুদের হার ০.৪ শতাংশ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। তার ফলে ওই সুদের হার বেড়ে হল ৮ শতাংশ। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস, এই ত্রৈমাসিকের জন্য ওই সুদের হার বাড়ানো হয়েছে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক।

দিনের মুক্তো

ছোটবেলায় কুমারী সাজার শখ থাকলেও সেই সৌভাগ্য কোনও দিনই আমার পূর্ণ হয়নি। কারণ বাড়ির পুজোয় বাড়ির মেয়েরা কুমারী হতে পারে না। বিয়ের পর দিদির গোত্র পরিবর্তন হয়েছে। তাই দিদির মেয়ের কুমারী হওয়ায় কোন সমস্যা নেই।

কোয়েল মল্লিক, অভিনেত্রী
কুমারী পুজো প্রসঙ্গে

আজ যেমন

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী

মেষ	সহায়তা লাভ
বৃষ	সম্মান লাভ
মিথুন	শ্লেষ্মা যোগ
কর্কট	অর্থ যোগ
সিংহ	উদরপীড়া
কন্যা	নতুন ব্যবসা যোগ
তুলা	হয়রানি
বৃশ্চিক	ভাবুক
ধনু	ভ্রমণ
মকর	যাত্রা সুযোগ
কুম্ভ	জনপ্রিয়তা
মীন	গৃহ সংস্কার

তমসো মা জ্যোতির্গময়...

■ কুমারীপুজো। মহাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠে।

■ সন্ধিপুজো। উত্তর কলকাতার রামতনু বোস লেনের তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবে। —প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপুজো, খিচুড়িভোগ, প্রেমের আবেশে পুজো উদ্‌যাপন

মহাষ্টমীর জনজোয়ারে ভাসল বর্ণময় বাংলা

গৌতম ব্রহ্ম

পাঠভবনের হলুদ শাড়ি হাত ধরেছে সাউথ পয়েন্টের নীল জিন্সের।

বাগবাজারের গরদের শাড়ির চোরা চাউনিতে অঞ্জলির মন্ত্র ভুলেছে চল্লিশোর্ধ্ব নীল পাঞ্জাবি। অষ্টমী মানেই তো 'প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারি'।

সেই আবেগের ফল্গুধারা বুকে নিয়েই মহানগরের শিরায় শিরায় বইল জনস্রোত। উত্তরে বাগবাজার থেকে দক্ষিণ ম্যাডক্স স্কোয়ার, জমিয়ে আড্ডা চলছে সর্বত্র। একডালিয়া এভারগ্রিনে সতেরোর শাড়ি এদিনও খুঁজেছে আঠারোর পাঞ্জাবিকে। ম্যাডক্স স্কোয়ারে পুজো দেখতে গিয়ে মন হারিয়ে এসেছে কত কলেজপড়ুয়া! পুজো মানেই তো প্রেম। মনের কথা আলগোছে বলে দেওয়া। সেলফির প্রত্যুত্তরে হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে আসা কম্পমান হার্টের ইমোজি। ফেসবুকের দেওয়াস জুড়ে নিজস্বীর দাপাদাপি।

সকালে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শুরু। তারপর বেলা বাড়তেই তিথি মেনে সম্পন্ন হয় সন্ধিপুজো। আর তারপর অষ্টমীর দুপুরে খিচুড়ি ভোগ খেয়ে বেরিয়ে পড়া। এ পাড়া-ওপাড়া। গাড়ি ভাড়া করে, কিংবা পায়ে হেঁটে পুজো পরিক্রমা। কারও পছন্দ উত্তর কলকাতার সাবেকিয়ানা, তো কারও থিমে থমথমে দক্ষিণ। কারও আবার পছন্দ রাজবাড়ি বা বনেদি বাড়ির পুজো। কেউ আবার কুমারী পুজো দেখতে হাজির হয়েছেন বেলুড় মঠে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। পুজো পরিক্রমার সঙ্গেই চলেছে পেট পুজো। কবজি ডুবিয়ে ভুরিভোজ। চাইনিজ, মোগলাই, কন্টিনেন্টাল একাকার হয়েছে অষ্টমীর মোহনায়!

ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছে পুলিশ। কিন্তু দিনের শেষে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লালবাজারের হাতেই উঠেছে। ওয়াচ টাওয়ার, ওয়াকিটকি, মোবাইল ভ্যান, নাকাবন্দির অস্ত্রে ভিড়ের জব্বর মোকাবিলা করেছে পুলিশ। পুজো কমিটিগুলির মধ্যে অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া। পুরস্কার বিজয়ীদের মুখে চওড়া হাসি। অল্পের জন্য পুরস্কার হাতছাড়া হওয়ার যন্ত্রণায় মুখ কালো হয়েছে অনেকের।

'তিতলি' বিদায় নিয়েছে আগেই। তবু মনে কিছু শঙ্কা ছিল। কিন্তু সপ্তমীর সকালে ঝকঝকে আকাশ সব আশঙ্কা দূর করে দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুজোয় ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিনও সকাল থেকেই ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। পুজোর আনন্দকে তারিয়ে উপভোগ করতে তাই সময় যত গড়াচ্ছে, অষ্টমীর ভিড় তত বাড়ছে। শুধু কলকাতার পুজো কেন, অষ্টমীর সন্ধ্যায় জেলায় জেলায় মণ্ডপগুলিতেও উপচে পড়া ভিড়।

মঙ্গলবার রাত দশটা ১৩ মিনিটে অষ্টমী লেগেছে। ছেড়েছে বুধবার দুপুর বারোটা ৪৯ মিনিটে। তাই সকাল থেকেই বারোয়ারি মণ্ডপগুলিতে শুরু হয়েছে অঞ্জলি। 'সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থে সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।' পুরোহিতের অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণ সকাল থেকেই ঘুরপাক খেয়েছে লাউডস্পিকারে। আট থেকে আশি মায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে। বেলা বাড়তেই পুরোহিতরা সন্ধিপুজোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সন্ধিপুজোর সময়কাল মাত্র ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট।

এদিন বহু পুজো মণ্ডপেই সেলেবদের দেখা গিয়েছে। কেউ অঞ্জলি দিয়েছেন পাড়ার পুজোয়। কেউ আবার সন্ধিপুজো দেখতে গিয়েছেন। বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারে সন্ধিপুজো দেখতে গিয়ে ভক্তদের হাতে কার্যত ঘেরাও হয়ে যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেলফি তোলার ধুম শুরু হয়। ইচ্ছা থাকলেও তাই বেশিক্ষণ মণ্ডপে থাকা হয়নি মহারাজের। ছবির প্রচারে এদিনও বেশ কিছু মণ্ডপে গিয়েছে 'কিশোরকুমোর জুনিয়র' টিম। প্রসেনজিৎ-অপরাজিতাদের দেখতে উপচে পড়েছে ভিড়। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতেও এদিন তারকা সমাবেশ।

অষ্টমীর অন্যতম আকর্ষণ কুমারী পুজো। কুমারীর মধ্যে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠাই এই পুজোর লক্ষ্য শাস্ত্রমতে কুমারীপুজোর উদ্ভব কোলাসুরকে বধের মধ্য দিয়ে। বেলুড় মঠ-সহ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় প্রতিটি শাখায় কুমারীপুজোর আয়োজন হয়।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে রুপোর রথদর্শন করতে জনসুনামি। মহাষ্টমীর সন্ধেয়।

#মিটু আন্দোলনের জেরে নক্ষত্রপতন

মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা আকবরের

নয়াদিল্লি : অবশেষে বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন সাংবাদিক এম জে আকবর। 'হ্যাশট্যাগ মি টু' (#মিটু) আন্দোলনে একের পর এক যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সাংবাদিকতা পেশায় থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি একাধিক মহিলার শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। গত তিনদিনে বেশ কয়েকজন মহিলা সাংবাদিক এবং সেলিব্রিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ করেছেন, শেষ তিন দশকে এম জে আকবর বিভিন্ন সময়ে সুযোগ বুঝে তাঁদের যৌন হেনস্তা করেছেন। তবে, সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। বুধবার আকবর ইস্তফা দেওয়া মাত্র তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে ইস্তফা অনুমোদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মনে করা হচ্ছে, সংঘ পরিবার এবং মন্ত্রিসভার লাগাতার চাপেই মিটু-র জেরে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী।

এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৪ জন মহিলা সাংবাদিক তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন। এঁরা হলেন প্রিয়া রামানি, কণিকা গেহলট, মাজলি দি পুইকাম্প, রুথ ডেভিড, কাদম্বরী এম ওয়াড়ে, সুতপা পাল, অঞ্জু ভারতী, গাজালা ওয়াহাব, প্রেরণা সিং বিন্দ্রা, সুমা রাহা, সুপর্ণা শর্মা, সাবা নাকভি, তুষিতা প্যাটেল এবং মালিনী ভুপতা। আকবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। রবিবার নাইজেরিয়া থেকে দেশে ফেরার পরই তড়িঘড়ি বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে দেখা করেন এম জে আকবর। এরপর এক বিবৃতি দিয়ে আকবর জানান, কোনও প্রমাণ ছাড়াই তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনা হচ্ছে। যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। যদিও কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলে বিরোধীরা। এম জে আকবরের পদত্যাগের জল্পনা জোরালো হলেও এ সময় দলের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে আরও প্রশ্ন তুলেছেন, 'পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের আগেই কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠল? এর পিছনে কি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? এই ভিত্তিহীন অভিযোগের ফলে তাঁর ভাবমূর্তির ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ''মিথ্যার হাত-পা থাকে না। তবে তার মধ্যে বিষ থাকে। এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।'' বেশ কয়েকজন মহিলা প্রাক্তন সাংবাদিক ও সম্পাদক এম জে আকবরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন। প্রথম অভিযোগটি করেন সাংবাদিক প্রিয়া রামানি।

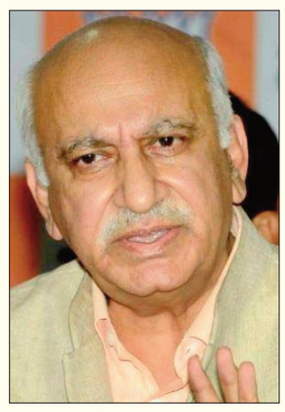

এম. জে. আকবর। —ফাইল চিত্র

উদ্যোক্তা দক্ষিণ সুইডেনের বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি

উত্তর মেরুর কাছে সর্বজনীন দুর্গাপুজো প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের

মনোজ চক্রবর্তী ও শীর্ষেন্দু সেন
হেলসিংবর্গ (সুইডেন)

সুইডেন। দেশটির নাম শুনলেই আম বাঙালির দুটো জিনিস মাথায় আসে। এক, হাড়হিম করা ঠান্ডা এবং নোবেল পুরস্কার। ফুটবল পাগল বাঙালি অবশ্য সুইডেন মানে এখন বোঝে, তারকা ফুটবলার জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচকে। এ হেন সুইডেনে হচ্ছে দুর্গাপুজো। মানে কৈলাস থেকে মা যাবেন আরও উত্তর দিকে, সুইডেনে। একেবারে উত্তর মেরুর কাছে। আসলে সুইডেনে কয়েকটা দুর্গাপুজো হয়। তার মধ্যে হেলসিংবর্গে একটা। উদ্যোক্তা আমাদের মতো বেশ কয়েকজন বাঙালি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, যাঁরা পেশাগত কারণে কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ সুইডেনে এই শহরের বাসিন্দা। রাজধানী স্টকহোম থেকে ৫৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে উত্তর সাগর ও বালটিক সাগরের সংযোগস্থলের তীরে এই শহর। হিমশীতল উত্তর মেরুর খুব কাছে এটি অন্যতম বড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো।

পুজোর উদ্যোক্তা আমাদের 'বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ সুইডেন'। গত বছর থেকে আমাদের পথচলা শুরু। এবার দ্বিতীয় বছরে পা

হেলসিংবর্গের বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২০১৭ সালের ছবি।

রাখল আমাদের মাতৃ আরাধনা। প্রথামাফিক চাঁদা তুলে সাড়ম্বরে হয় আমাদের পুজো। পুজোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। আসলে গত বছর জুন মাসে সহকর্মী, বন্ধুদের মধ্যে আড্ডা ও নানা কথায় প্রস্তাব নেওয়া হয় পুজো করার। কিন্তু এখানকার প্রতিকূল আবহাওয়া এবং সরকারি অনুমতি নিয়ে সমস্যা, দুর্গাপুজোর ঝকমারি, এসব কথা ভেবে সবাই পিছিয়ে আসেন। কাজটা খুবই কঠিন ছিল। কারণ এখানে সব সময় তীব্র ঠান্ডা আর বিদেশ বিভুঁইয়ে কাজের দিনে 'পুজোর ছুটি' পাওয়া মুশকিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় হলঘর ছাড়া পুজো, যজ্ঞ, আরতি, ভোগ রান্না ইত্যাদি করা অসম্ভব। গত বছর শেষ মুহূর্তে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা থেকে অনেক কষ্টে ঠাকুর আনানো হয়।

প্রতিমা সংরক্ষণের মতো পাকা ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের এখানে প্রতি বছর কলকাতা থেকে ঠাকুর আনিয়ে পুজো করা খুব খরচসাপেক্ষ। তাই ফাইবারের ঠাকুর আনিয়ে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার উপর ভাড়া করা হলঘরে লোক সংখ্যা হতে হবে সীমিত। সরকারি নির্দেশ মেনে বেশি লোক আনা যাবে না। তাপমাত্রা রাখতে হবে নিয়ন্ত্রণে।

বাইরে যখন তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলঘরে পঞ্চপ্রদীপ ও ধুনো জ্বালিয়ে হয় মায়ের আরতি। তবুও দুই দিনের পুজোয় উপস্থিত থাকেন অন্তত দুই হাজারেরও বেশি মানুষ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় সুইডিশ নাগরিকরা এবং অবাঙালি প্রবাসী ভারতীয়রাও। মালমো, গোথেনবার্গ, স্টকহোম থেকে প্রচুর বাঙালি এবং ভারতীয়রা ঠাকুর দেখতে আসেন। তবে চার দিন নয়, পুজো হয় দু'দিনের। তাই বাংলা পাঁজি দেখে দেবীপক্ষ মেনে কিন্তু 'উইক এন্ডে' শনি ও রবিবার দেখেই আমাদের পুজো করতে হয়। প্রথম দিন হয় মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীর পুজো। শেষ দিনটিতে একসঙ্গে পালিত হয় মহানবমী ও দশমী। কারণ উইকএন্ডে না করলে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সবাই অংশ নিতে না পারলে পুজো সর্বজনীন হয়ে উঠবে না। তাই এ বছর পশ্চিমবঙ্গে যেদিন একাদশী ও দ্বাদশী, সেদিন অর্থাৎ ২০ ও ২১ অক্টোবর আমরা ঘটা করে পুজোয় মাতব। প্রকাশিত হবে আমাদের পূজাবার্ষিকী 'শুঁয়োপোকা'।

পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপুজো, ভোগ খাওয়ানো থেকে সিঁদুর খেলা, সবই হয় নিষ্ঠা সহকারে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ, গান, জমিয়ে আড্ডা বাদ যায় না কিছুই। স্থানীয় পুরোহিত মশায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন উপস্থিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা থেকে আসা বঙ্গসন্তানরা। আসলে এখানে বছরের বেশিরভাগ সময়েই সূর্যের মুখ দেখা যায় না। আধো অন্ধকার থাকে। সঙ্গে প্রবল কনকনে ঠান্ডা। গরমের মরশুমেও তাপমাত্রা থাকে ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। তাই দুই দিনের পুজো আমাদের কাছে এক মহা মিলনোৎসব। এই দু'দিনেই সারা বছরের বাঁচার রসদ খুঁজে নিই আমরা। আমাদের পুজোর তথ্য ও ছবি বিস্তারিত পাবেন https://www.bcsofss.com ওয়েবসাইটে।

(দুই প্রতিবেদক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সুইডেনে কর্মরত)।

অভিযুক্ত অনু মালিকও

মুম্বই: #মিটু -তে এবার অভিযুক্ত হলেন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক অনু মালিক। অভিযোগকারিণী বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্বেতা পণ্ডিত। সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী কৈলাস খেরের পর অনু মালিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে শ্লীলতাহানি এবং যৌন হেনস্তার। কৈলাস খেরের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ এবং যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন সঙ্গীতশিল্পী সোনা মহাপাত্র। অনু মালিকের বিরুদ্ধে বুধবার একই অভিযোগ আনলেন শ্বেতা। শ্বেতার অভিযোগ, মহিলা সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে বরাবরই খারাপ ব্যবহার করেন অনু মালিক। আমাকে জোর করে কয়েক বার চুমু খেতে গিয়েছিলেন। গায়ে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করেছিলেন। বাধা দেওয়ায় ওঁর বিরাগভাজন হই আমি। মহিলা সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতি যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহারে অভ্যস্ত অনু মালিক। একথা জানিয়ে শ্বেতার টুইট, শিশু শিল্পী এবং মহিলা সঙ্গীতশিল্পীরাই অনুর সফট টার্গেট হয়ে থাকে। অনু আমার সঙ্গে এরকম বাজে ব্যবহার করেছিলেন ২০০১ সালে। তখন আমার মাত্র ১৫ বছর বয়েস। আমি অনুজির ব্যবহারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি #মিটু আন্দোলনে যোগ দিয়ে সব কিশোরী ও বাচ্চা কণ্ঠশিল্পীদের বলতে চাই, অনু মালিকের কাছ থেকে সাবধান। সোনা মহাপাত্রকে ধন্যবাদ। তিনি সাহস করে সত্যিটা বলতে পেরেছেন। আমি সোনার পাশে আছি।

শ্বেতা পণ্ডিত ও অনু মালিক